সিন্ধু-গাথা

সিন্ধু-গাথা

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

প্রণীত

কলিকাতা

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশিত

•

১৩১৪

কলিকাতা,
১৭, নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন,
"কালিকা-যন্ত্রে"
শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

আমার

লোকান্তরিত, পুণ্যশ্লোক,

সিন্ধু-হৃদয় জনকের

শ্রীচরণোদ্দেশে

সিন্ধু-গাথা

উৎসর্গ

করিলাম।

বারুণী, }
১৩১৩। }

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

সিন্ধু-গাথা

সিন্ধু।

মিলিত বিস্তৃত দিগন্ত-নীলে,
উত্তাল-তরঙ্গোদ্বেল-ঊর্ম্মিলে!
নর্ত্তিত-গর্জ্জিত-প্রলয়-ছন্দা,
চঞ্চল-কল্লোল-জলদ-মন্দ্রা,
কার্পাস-ফেনিলা বেষ্টিত-বেলা,
তাল-তমাল-সুরম্যা, সুনীলা!

সমুদ্র-দর্শনে।

আজি সুবিমল পুণ্য প্রভাতে
হেরিনু তোমারে দিগন্তসীমাতে,
রাঙ্গা-রবি-টিপ পরিয়া ভালেতে,
গোলাপী বসনে সাজি' ;-

কণ্ঠে দল-মল শুভ্র মালিকা,
আবদ্ধ কুন্তলে তরঙ্গ-জালিকা,
নৃত্য-চপলা মুখরা বালিকা
বাহু তুলে' নাচ সাজি' ;
—চঞ্চলা বালিকা আজি

মধ্যাহ্নে হেরিনু যুবতী সুন্দরী,
পরি' ঘনঘোর স্নিগ্ধ নীলাম্বরী,
ছড়ায়ে দিগন্তে সুনীল মাধুরী
নীরদ-কুন্তল মাজি' ;

৩

স্ফীত-হৃদয়া, পুলক-বিবশা,
গুরু-গম্ভীর-নিনাদ-সরসা,
সিক্ত-সৈকত-লিপ্ত-রভসা
উদ্বেল তরঙ্গ-রাজি ;
—প্রমত্তা তরুণী আজি।

সুখ-চঞ্চল-উর্ম্মি-অধীরে,
স্ফীত অঞ্চল লুণ্ঠিত তীরে,
তাল-রসাল-রাজিত-তীরে,
চলিয়াছ ডাকি' ডাকি' ;
—ফিরে ফিরে, থাকি' থাকি'।

হেরিনু নিশীথে মোহিনী অমরী,
তারকা-কুসুমে খচিত-কবরী
মিলিত-চন্দ্রমা-পূর্ণিমা-শর্ব্বরী
নেহারি' হরষে দুলি' ;

কনকাম্বর ঝলমল অঙ্গে,
কৃষ্ণা কাবেরী গোদাবরী সঙ্গে,
ভূষিত সু-অঙ্গ হীরক-তরঙ্গে,
চলেছ গরবে ফুলি'—
বাসর জাগিতে সাজি' ;
—প্রৌঢ়া গৃহিণী আজি।

গাথা।

দেখিনু বালিকা, দেখিনু তরুণী,
দেখিলাম তোমা প্রৌঢ়া গৃহিণী,
চির-চঞ্চলতা মুহূর্ত্ত ছাড়েনি—
গ্রথিত সে যেন অঙ্গে !

অব্যক্ত ভাষায় ব্যক্ত কোন বাণী
চাহিছ করিতে,—অয়ি সুভাষিণী !
কি বলিছ নরে হে নীল-অঙ্গিনী !
ডাকিয়া তরঙ্গভঙ্গে,
নিনাদি' শত মৃদঙ্গে ?

এমনি চঞ্চল জীবন-বারিধি,
নাহিক এমনি আশার অবধি,
হেন ভীম স্রোত বহে নিরবধি ;
সতত দুরাশা-কূলে ;

এমনি উদ্দাম, এমনি তরল,
এমনি সফেন, এমনি প্রবল,
এমনি ছুটিয়া করি' কল-কল,
লুটিয়া বেলার কোলে,—
ঘুমায়ে পড়িবে ঢলে' !

জলধি।

এ ঘোর আবেগ-রাশি অর্পিয়া তোমার বুকে
নিশ্চিন্ত আছেন যিনি গভীর সুষুপ্তি-সুখে,—
তাঁরে কি জাগাতে তব এ গুরু-গর্জ্জন-গান ?
চিরদিন চিররাত্রি নাহি তিল অবসান !
উদ্গিরিত ফেনরাশি যেন কার্পাসের মেলা,
আছাড়িয়া ক্ষোভে রোষে আস্ফালিয়া ভাঙ্গ বেলা ;
উত্তাল তরঙ্গরাশি ছুটে এসে মাথা কুটে'
নিষ্ফল আক্রোশে ফুলি' শৈলপাদে পড়ে লুটে।
অচল অটল গিরি স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া,
গর্জ্জনে ক্রন্দনে শত গললে নাক বিন্দু হিয়া !
দুরন্ত বালিকা যেন হস্ত পদ আছাড়িয়া
কভু কাঁদ, কভু হাস, কভু পড় লুটাইয়া !

৬

অচল ভূধর স্থির,—স্থবির জনক সম
অকম্পিত ; দেখে চেয়ে মনোরম পরাক্রম।
প্রশান্ত মাতার সম ও তব উৎপাত-খেলা
অবিরাম অবিশ্রাম সহিছে জননী-বেলা !

কিবা তুমি উন্মাদিনী ;—কে কৈল পাগল তোরে ?
প্রশান্ত গম্ভীর হিয়া কে দিল চঞ্চল ক'রে ?
সুনীল দিগন্ত ওই সাদরে বেষ্টিয়া হিয়া
দিয়াছে সুনীল হৃদে নীল হৃদি মিশাইয়া,
তবু তুমি উন্মাদিনী ! কি চাও—কাহারে পেতে ?
সুনীল অঞ্চলে তোর শিশু রবি উঠে প্রাতে—
প্রদানে কিরণ-রাশি ; পুলকে জগত ভোর ;
তাই মর মাথা কুটে'—ধরণী সপত্নী তোর !
ছুটে এস গ্রাসিবারে শত শত ফণা তুলি'।
সপত্নী-বিদ্বেষে শেষে ঊর্ম্মিলে ! উন্মত্ত হ'লি !

কিবা, আজো দেবাসুরে মন্থন করিছে তোরে ;
প্রোথিত মন্থন-দণ্ড নীলগিরি—নীল-নীরে ;—
তাই উত্থিত ঘর্ঘর ঘোর বিকীরিত ফেনোচ্ছল !
উন্মত্ত অধীর তাই প্রশান্ত সুনীল জল !

অমরে অমৃত দিলি,—নীলকণ্ঠে হলাহল ;
রত্নময়ী সুনীলে গো ! মানবে দিলি কি বল ?

আমাদের কুটীর।

আমাদের কুটীরখানি সমুদ্রের ধারে—
মিশিয়ে গেছে জলের রেখা আকাশে ওপারে।
ভোরের বেলা উঠলে রবি শত রঙ্গের মেলা;
ইন্দ্রধনু-বসনখানি পরেন রাণী-বেলা!
শুভ্র ফেনের আঁচলখানি গরবেতে ফুলে,
কূলে কূলে দুলে' দুলে' লুটায় পদমূলে।

আমাদের কুটীরখানি সমুদ্রের ধারে—
মিশিয়ে গেছে জলের রেখা আকাশে ওপারে।
আঙ্গিনার সম্মুখেতে বিস্তারিত বেলা,
তরঙ্গিত বালুর স্তূপে কড়ি-ঝিনুক-মেলা;
ছোট বড় গণ্ডশিলা পড়ে' জলের তীরে,—
করী যেন করভ সাথে নেমেছে নীল নীরে।

৮

আমাদের কুটীরখানি সমুদ্রের ধারে—
মিশিয়ে গেছে জলের রেখা আকাশে ওপারে।
ঘন তালী-বনের মাঝে সরু পথের রেখা,
সুন্দরী-সীমন্তে যেন সিন্দূরের লেখা।
বাতাস সদা মাতাল যেন উঠে' পড়ে' ছুটে,—
নারিকেলের কুঞ্জগুলি আকুল মাথা কুটে!

আমাদের কুটীরখানি সমুদ্রের ধারে—
মিশিয়ে গেছে জলের রেখা আকাশে ওপারে।
ধীবরের নৌকাগুলি কালো টীপের মত
ঢেউয়ের সাথে লুকোচুরী খেল্‌ছে অবিরত;
উপলে রচিত গুহা—ঢেউয়ের তীব্র বেগে,
তারি মাঝে বসে' বসে' স্বপ্ন দেখি জেগে'।

আমাদের কুটীরখানি সমুদ্রের ধারে—
মিশিয়ে গেছে জলের রেখা আকাশে ওপারে।
ধূ-ধূ ধূ-ধূ বারি রাশি, হু-হু হু-হু গান;—
তারি মাঝে হারিয়ে ফেলে' মুগ্ধ সরল প্রাণ,
অন্য-মনে থাকি চেয়ে,—বালুর পরে বসে';
মাথার উপর ফুটে তারা, সন্ধ্যা নেমে আসে।

অভিশপ্তা।

তেজোদর্পে গিয়াছিল ঢাকিতে সবিতা
বিন্ধ্য ; অগস্ত্যের শাপে চির-নত শির।
কার শাপে তব বক্ষে হেন আকুলতা
নীরনিধি ?—চিরদিন এমন অধীর ?

ঘুমায় সমগ্র বিশ্ব আগমে রজনী।
শুধু জেগে থাকে তারা সুনীল গগনে।—
কার শাপে নাহি নিদ্রা অয়ি গরবিণী !
চিরদিন চিররাত্রি তোমার নয়নে ?

জেগেছিল এক দিন অহল্যা পাষাণী
ভেদ করি' পাষাণের দৃঢ় বাহু-পাশ,
ঝেড়ে' ফেলে' শৈল-অঙ্গে পাপ-তাপ-গ্লানি-
লভেছিল জীবনের নবীন বিকাশ।

১০

পেয়েছিল অভিশাপ হরিণী রমণী
তৃণবিন্দু-তপোবনে, হোমানল-দাহে।
নাচিতে নাচিতে যেন স্বর্ণ-কুরঙ্গিণী
অদৃশ্য হইল ভীম-তটিনী-প্রবাহে!

অভিশপ্তা অজরাজ-প্রেয়সী কামিনী
ফুটেছিল রাজগৃহে স্বর্ণপদ্ম ফুল;—
সুখসুপ্তা উপবনে নৃপাঙ্কশায়িনী
মুক্ত হ'ল পুষ্পবাসে,—জীবন অতুল।

রমণীর চপলতা-'পরে অভিশাপ
দানিতে, কঠোর ঋষি,—সেও ব্যথা পায়;
সুকোমল পুষ্প পেলে ঈষৎ উত্তাপ
সে যে গো লুটায়ে পড়ে অমনি সেথায়!

কে দিল এ গুরু শাপ তোরে লো বারিধি?
কেমন হৃদয় তার কুলিশ-কঠোর;
এত কি সহিতে পারে রমণীর হৃদি;
চির-ক্ষুব্ধ এ উত্তাল-উর্ম্মি নৃত্য ঘোর?

শুক-মুখ-ভ্রষ্ট ফলে পলাশ-পতনে
অদূরেতে বনভূমি শোভিত সুন্দর,
চরিছে শ্বাপদ সহ কুরঙ্গিণী বনে ;
নানাবিধ বিহঙ্গম করে কলস্বর।

হোম-ধূমে বিবর্ণিত পাদপ পল্লব,
শুখায় বল্কল-বাস তরুশাখা 'পরে,
উঠিতেছে সাম-গান সুগম্ভীর রব ;
ইঙ্গুদীর ফল-ভগ্ন-তৈলাক্ত প্রস্তরে।

আর্দ্র জটা, গৌর তনু, তরুণ তাপস,
বক্ষে শোভে উপবীত ; পদ্মপত্র ভরি'
ফিরিছে চয়ন করি' ফুল্ল তামরস ;
মুখে মুখে বেদ-গান উঠিছে গুঞ্জরি'।

ফিরিছে কুটীরদ্বারে স্নাতা ঋষি-বালা,
সুশোভিত কর্ণমূলে শিয়াল-মঞ্জরী ;
কেহ গাঁথিতেছে নাগকেশরের মালা,
ক্ষুদ্র ঘটে সিঞ্চে কেহ আলবালে বারি-

ঈষৎ আরক্ত শ্রমে—আনন-কমল।
বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মবারি অগুরু উপরি।
কেহ রাখে পূতবারি ভরি কমণ্ডল ;
সাজায় কুসুম কেহ পুষ্পপাত্র ভরি'।

অদূরে মালিনী ছুটে করি' কুল-কুল,
প্রিয়-চিন্তা-নিমগনা তাপস-সুতায়
জাগাতে, কুটীর-দ্বারে ;—দগ্ধ বনফুল
হয় পাছে দুর্ব্বাসার কোপাগ্নি-শিখায় ;-

করেতে কপোল ন্যস্ত,—কুটীরের দ্বারে ;
শিথিল বল্কল-বাস পড়েছে খসিয়ে ;
একাগ্র তন্ময় দৃষ্টি বিদ্ধ ধরা 'পরে ;
মুগ্ধ-আঁখি কুরঙ্গিনী মুগ্ধমুখে চেয়ে।

কারে জাগাইবে তুমি, হায় লো মালিনী !
বাহ্য-জ্ঞান-বিরহিতা-চিত্র-পুত্তলিকা।
তুমি কি জাননা অয়ি তরঙ্গ-রঙ্গিণী,—
নারী-হৃদে কত দীপ্ত অনুরাগ-শিখা ?

হেন শান্তি-ভূমি-মাঝে উপল প্রস্তরে
গুপ্ত থাকে বজ্রকীট !—কহিলা দুর্ব্বাসা,—
ছিন্ন করি' উপবীত নিক্ষেপি' সজোরে—
যারে ভাবো, সেই তোরে ভুলিবে ; সহসা—

পশিলা সে বজ্র-ধ্বনি দ্বিতীয়-জীবন—
শকুন্তলা-প্রিয়সখী প্রিয়ম্বদা-কানে ;
লইলা শাপান্ত ভিক্ষা ধরিয়া চরণ,—
"দূরিবে বিস্মৃতি-মোহ কোন অভিজ্ঞানে।"

কেহ কি দূরিতে নারে তব হাহাকার
হে জলধি ? নাহি তব প্রিয়-অভিজ্ঞান ?
অনন্ত রতন-রাশি গরভে তোমার
যা ছিল,—সকলি কি গো করিয়াছ দান ?

আপনা করিতে মুক্ত চাহ না মানিনী ?—
কেন তবে, কেন সখী ! ওই হু-হু গান ;
নিষ্ফল রোদনে কেন দিবস-যামিনী !
আকুল-ব্যাকুল কর মানবের প্রাণ ?

১৪

অভিশপ্ত যক্ষবর রামগিরি 'পরে
সহেছিল হেন ব্যথা এক বর্ষ-কাল।—
সে বেদনে, মহাকবি, মেঘে দূত করে'
পাঠাইয়াছিল স্বর্গে, যেথা মহাকাল

বিরাজেন গৌরী সাথে ধবলশিখরে,
ঘোষিতে বিয়োগি-ব্যথা পটহ-বাদনে
মৃদু মৃদু গুরু গুরু সুগম্ভীর স্বরে ;
মুদ্রিতে বিরহ-ক্লেশ ধূর্জ্জটীর মনে।

তোমারে করিতে শান্ত হে অভিমানিনী,
কারো কি সদয় হস্ত নাহি আশ্বাসিতে ?—
গর্জ্জিবে ও হৃদে চির সহস্র নাগিনী ?
দুর্জ্জয় ঝটিকা-বেগ ছুটিবে বক্ষেতে ?

পেয়েছে কি হেন শাপ এ জগতীতলে
আর কোন অভিশপ্তা তোমার মতন ?
উত্তাল তরঙ্গরাশি এমনি উথলে ?—
উন্মত্ত ঝটিকা বক্ষ করে আলোড়ন ?

হে চণ্ডী, কোপনে অয়ি, অয়ি উন্মাদিনী,
বুঝেছি ও খল-খল অট্ট শুভ্র হাসি।—
—নীরবে সবে না ঘাত কখনও ভামিনী ;
একদিন প্রতিশোধ লবে বিশ্ব গ্রাসি'

১৬

'ডল্‌ফিন্‌স্ নোজ্'।

হে গিরি! চরণ তব প্রক্ষালন করে'
নিত্য কি সাধনা করে উন্মাদ সাগর?—
আছাড়ি' আছাড়ি' পদে কি বেদনাভরে,
মাগে কি অমূল্য নিধি নিত্য রত্নাকর?

অচল অটল তুমি স্তম্ভিত পাষাণ;
হর্ষ শোক পারে কি হে স্পর্শিতে ও প্রাণ?-
কুটীরে বসিয়া নিত্য হেরি নিরন্তর
তরলে কঠিনে অহো কি মহা সমর!

অচেনা।

চিনি না তোমারে, চিনাইব কারে, না জানি কোথায় ফুটিয়া!
মাঝে মাঝে শুধু করি অনুভব,
মধুর অতুল ও অঙ্গ-সৌরভ
হরষে তুলিয়া গুঞ্জন-রব,—উনমাদ যাই ছুটিয়া;
মুদিত কমলে অন্ধ ভ্রমরী,
হেথা-হোথা-সেথা কোথায় না ঘুরি,
ক্ষত বিক্ষত হ'য়ে আসি ফিরি—সংশয়-কাঁটা বিঁধিয়া;
কোথায় খুলেছ আনন-কমল,
বিমল মানসে কর ঢল-ঢল,
দ্যুলোকে ভূলোকে ছুটে পরিমল,—আকুল ভ্রমরী কাঁদিয়া!

নব-বৈধব্যে।

ব'ল না, ব'ল না, আমারে ব'ল না
কাটিতে চিকুর-রাশি !
কত সে যতনে রচে দিত বেণী
সাজায়ে মল্লিকা-রাশি !

অঙ্গে অঙ্গে মোর অতৃপ্ত পিয়াসা
সে যে গো গিয়াছে রাখি' ;—
তাই, এখনো পারিনে লুটাতে ধূলায়,
ভুলিয়া যতনে ঢাকি !

খুলিতে বোল না বলয় কঙ্কণ,—
মঙ্গল-আয়তি তার ;
দিও না মাখায়ে সুমঙ্গল দেহে
অমঙ্গল-ছায়া তার !—

যবে দেহ হ'তে যাবে এ জীবন,—
ফেল না ধূলাতে টানি' ;
সাজায়ো যতনে এ তনু আমার
দেবের নৈবেদ্য মানি' ।

বড়ই সাধের, প্রিয়ের আমার,
জানিয়া এ তনুখানি,—
দিও রে সজনী ! মল্লিকার মালে
রচিয়া মোহন বেণী !

চিত্রে।

ছন্দে বর্ণে যে মাধুরী পারি না ফুটাতে,
চিরপ্রিয় পল্লী-দৃশ্য, জলাভূমি-পথে,
তুলিকায় সে সুষমা, বর্ণসমাবেশে,
ফুটায়ে তুলিতে চাহি, দিবসের শেষে।
দূরে মিশে শ্যাম ক্ষেত্র আকাশের কোলে ;
মৎস্যে ভরি' ক্ষুদ্র তরী বেয়ে যায় জেলে ;
গুটায়ে বসন তুলি' পাছে ভেজে নীরে,
হাস্যমুখে জাল্ম-বধূ গৃহে যায় ফিরে—
সারা দিবসের লভ্য যত্নে বহি' শিরে।
সহস্র চুম্বন রাঙ্গা, আকাশের শিরে
রাখি' অস্তমান্ রবি, ধীরে ডুবে নীরে।

উপেক্ষিত।

জগৎ-কাব্যের মাঝে যত আছে শ্রেষ্ঠ গান,
বিপুল ধরার বুকে যত আছে রম্য স্থান,—
সবই সে চরণে তব ঢেলে দিয়ে মুগ্ধ কবি
আঁকিয়া গিয়াছে তব মনোজ্ঞ মধুর ছবি।—

কোথায় তমসাতীরে, চিত্রকূট গিরিশিরে,
মালিনীর স্বচ্ছ নীরে চিরাঙ্কিত উপাখ্যান।—
সাগরিকা, মালবিকা, তরলিকা, নিপুণিকা,
প্রিয়ম্বদা, মাধবিকা—শত নামে পূর্ণ প্রাণ।

জানিনাক কোন ভ্রমে ভুলে গিয়ে অন্ধ কবি
আঁকেনিক বন্ধুতার মহান সরল ছবি;
কোন দোষে উপেক্ষিত—হে মিত্রতা, হে মহান,
কোন গুণে তোমা হ'তে উচ্চ প্রেম গরীয়ান!

স্বপ্ন-সম্ভাষণ।

১

আকাশের পানে চেয়ে চেয়ে,
আঁখি-দ্বয় মুগ্ধ, অনিমিখ ;
শরতের স্মিত-শুভ্র নিশি ;—
জ্যোৎস্নায় মগ্ন দশ দিক্।

চন্দ্রালোক শুভ্র শয্যা'পরে,—
পড়িয়াছে দেহের উপরে।
আজিকার শশাঙ্ক-কিরণ
আসিয়াছে কি মদিরা মাখি' ;
কি দেখিনু সুন্দর স্বপন !
স্বপনে ভরিয়া গেছে আঁখি !—

শত-শত স্বপনের বালা
নেমে আসে আলোক-সাগরে ;
কেশদামে মোহনীয় মালা,
রঙ্গ-হাসি সুরঙ্গ অধরে।

হাতে-হাতে ধরি ধরি সবে,
অভিনয় নয়নে নীরবে !
আকাশের মাঝেতে দাঁড়ায়,
ক্রমে ভেসে দশ দিকে যায়—
যেন গজমুকুতার মালা
— ছিঁড়ে গিয়ে মুকুতা ছড়ায় !

কারো করে ফুল ধনুর্গুণ,
চারুপদ-ক্ষেপ ধীরে ধীরে ;
মেঘগুলি পরশের আশে
সোপান হয়েছে স্তরে স্তরে।
কারো শিরে মোহন কবরী,
যেন কাল-ফণিনী বর্ত্তুল।
বিনোদ সে ভঙ্গিমা নেহারি'
স্থানচ্যুত চারু তারা-ফুল !

কারো পিঠে ঘন কেশভার,—
চুমে রাঙ্গা দুখানি চরণ,
দামিনী লুকায়ে মাঝে তার
ক্ষণে-ক্ষণে দেয় দরশন।
আলোকে আঁধারে মিলে খেলা ;
রচে চিত্র স্বপনের বালা।—
অনৃত ও নৃত দোঁহে ধরি',
মিশায়ে অপূর্ব্ব কারিগরি !

২

কোথা বিরহীর আঁখি-আগে
রচিত মিলন-পারাবার,
সান্ধ্য-রাগে রঞ্জিত তরণী,—
—মাঝে আসে প্রিয়তম তার।
কনক-ক্ষেপণী পড়ে জলে,
আসে যেন মন্ত্রবলে চলে' ;
হাসিরাশি মলিন আননে
দেখ কি ফুটেছে মরি মরি !
শীতের বিশুষ্ক কাননেতে
যেন মধু উঠেছে মুঞ্জরি' !

একি একি ! কি হইল একি !
হাসির উপরে আঁখি-জল !

প্রিয়-পার্শ্বে ও কারে নিরখি',
হ'ল বালা কাঁদিয়া বিকল !

ওই যে তরীর মাঝে রামা
কুসুমে কি নির্ম্মিত প্রতিমা !
মাথা রাখি' যুবকের বুকে,
অনিমিখ চেয়ে মুগ্ধ মুখে !

বিম্বাধর উঠিছে কাঁপিয়া,
—গেল ভেঙ্গে গেল বুঝি হৃদি,
একি খেলা স্বপনের বালা ।
দরিদ্রে মিলালে যদি নিধি !

কোনও রামা বিলম্বিতবেণী,
মধুর মৃদঙ্গ লয়ে' করে
হাসি' হাসি' আনত-নয়নী
দাঁড়াইয়া কবির শিয়রে !
মৃদু মৃদু আঘাতি' সুন্দরী
বলে,—দেখ, চেয়ে দেখ কবি !
স্বর্গ মর্ত্ত্য আহরণ করি'
আনিয়াছি কি বিচিত্র ছবি !

কবি কহে, একি গো স্বপন!
কই বসন্তের ফুল-বন?
পারাবারে ক্ষুদ্র তৃণপ্রায়
এ আমারে ফেলিলে কোথায়!
আদি-মধ্য নাই,—নাই শেষ,
এ যে নব নীরদের দেশ!
তুমিও যেতেছ মেঘে মিশে,
একেলা কি হারাইব দিশে!

লুকাইল স্বপনের বালা!
নীরদ-আসনে কবি বসে,
মেঘখণ্ড অরুণে রঞ্জিত
ক্রমে ক্রমে কাছে আসে ভেসে;-
ঘেরিয়া কবির চারি ধার
ধরে স্বর্ণ-তরণী আকার!

ধীরি ধীরি চলে তরী ভেসে,
অনন্ত নীলিমাময় দেশে।
খণ্ড খণ্ড স্বর্ণ-মেঘগুলি—
মাঝে মাঝে হাঁসে, মধুমুখ;—
কবি বলে, রূপের বিজলী
উপেক্ষা, সে কঠোর কৌতুক!

দেবে না দেবে না যদি ধরা—
থাকহ মেঘের মাঝে পশি' ;
খুলনা খুলনা মোহভরা
উন্মাদক মোহন আরসী !

কল্পনে লো ! এ কি রঙ্গ তোর !
স্বপনের সাথে হ'য়ে ভোর,
কঠিনা সে ধরণীর পাশে
নিয়ে চল মোরে ত্বরা করি',
কাজ নাই নীলিমায় ভেসে ;—
সৌন্দর্য্য হেথায় ছায়া-নারী !
উন্মাদক রূপের বিস্তার
পরশিতে সাধ্য নাহি কার !
এই সূক্ষ্ম স্বরগ অতুল ;
এ হ'তে যে ভাল ধরা স্থূল।
হেথা হৃদয়ের তরঙ্গ-উচ্ছাস
উঠে গিয়ে নাহি পায় কূল ;
হৃদয়ে আঘাতে নিরবধি
অতৃপ্তির অনন্ত অকূল।

হেসে কহে স্বপনের বালা,—
আকাশ-ভ্রমণে নাকি কবি !

দেখ চেয়ে, কোথায়—শয়নে!
যাই ত্বরা, উদিতেছে রবি।

নিদ্রাদেবী প্রধান সঙ্গিনী ;—
মুদিলে নয়ন-পদ্মগুণি,
গোপন হিয়ার মাঝে পশি'
বাসনারে বাহিরিয়া আনি'
রচি' সাধে সাধের জগৎ ;—
অসম্ভব সম্ভবে মেলানি!
কখনো বা ভবিষ্যৎ-পট
উদ্‌ঘাটিয়া ঈষৎ দেখাই ;
সত্য মিথ্যা এক সাথে করি'
রহস্যের সাজিটি সাজাই!
হাসায়ে কাঁদায়ে হিয়াগুণি
খেলি মোরা সারাটি যামিনী।

পলিত।

দাঁড়াও দাঁড়াও ক্ষণ,—লহ নমস্কার ;
এখনি করো না ব্যাপ্ত তব অধিকার।
দেহ-ঋণ—দেহ ঋণ আর কিছু দিন—
তার পরে করে' লও তোমার অধীন।
দু একটি কাজ আর দু একটি গান
এখনো রয়েছে বাকি, হ'ক সমাধান,—
তার পরে ওই তব পূত অধিকারে
শান্তচিত্তে প্রবেশিব সেবিতে তোমারে।
রিক্তহস্ত দিও দেব ! আশীর্ব্বাদে ভরি' !
মুছে দিও শেষ লেশ বাসনা-লহরী।
দ্বন্দ্ব-ক্লান্ত তাপ-রক্ত বিক্ষত-হৃদয়
অমৃত-প্রলেপে দিও করে নিরাময়।
পুণ্যপ্রভা-আলোকিত ওই রাজ্য-মাঝে
শুভ্র পরিচ্ছদ পরি' যাব নিজ কাজে।
হে লোলিত, হে পলিত, হে হিম-পাণ্ডুর !
যৌবন-জীবন-গ্লানি করে দিও দূর।

নিরাভরণা।

কি হেতু কাঁদিস মাগো, লুটায়ে ধরণী!
তপ্ত অশ্রু, ঘন শ্বাস,
আলু-থালু কেশপাশ,
ঘন বক্ষে করাঘাত, যেন উন্মাদিনী;
কি হেতু কাঁদিস মাগো, লুটায়ে ধরণী।
পিতা মম অধোমুখে,
চেয়ে না দেখেন মুখে,
বিন্দু-বিন্দু অশ্রু-কণা নিষিক্ত মেদিনী!
দুয়ারে দাঁড়ায়ে তাঁর কন্যা আদরিণী!

কি লাগি' কাহার তরে এত হাহাকার!
বলয়, নূপুর, দুল,
স্বর্ণহার, কর্ণ-ফুল,
এত কি অমূল্য মাগো, কত মূল্য তার;—
কি লাগি' কিসের তরে এত হাহাকার?

সাজায়ে দেছিলি গো মা, মঙ্গল-বাসরে
রাশি-রাশি অলঙ্কার,
সুরভি কুসুম-হার,
লালসার রাঙ্গা সুতা বেঁধে দিয়ে করে,—
ফেলেছিলি বাসনার অতল গহ্বরে ;
আচ্ছাদনবস্ত্রতলে,
হুলু-শঙ্খ-কোলাহলে,
দেছিলে পরায়ে গলে পরশ-মাণিক ;
সে দিনো ত কেঁদেছিলে,—মাতৃস্নেহে ধিক !

আজি এ রোদন কেন আবার জননী !
তোমার স্নেহের নীড়ে
কন্যা তোর এল ফিরে,
দেখিছ না চেয়ে ফিরে কি হেতু নন্দিনী ?
আজি এ রোদন কেন আবার জননী !

আঁখি মুছে উন্মাদিনী ! চেয়ে দেখ মুখে,—
মণ্ডিতা দুহিতা তব কোন শুভ্রালোকে !
পতিত স্বর্গের ছায়া হৃদয়-আকাশে,
পূত পারিজাত-গন্ধ বহে শুক্লবাসে ;—

কুণ্ঠিতা লুণ্ঠিতা কেন পতিতা-ধরণী ?—
উঠে ত্বরা নে মা কোলে, অনিন্দ্য-নন্দিনী।
শুভ্র তনু, শুভ্র বাস, এত কি বিষাদরাশ
আনে গো বহিয়া !
যে দিন এ তনয়ায় লভেছিলে শূন্যকায়,
শুভ্রবাসে পূত তনু সাদরে ঢাকিয়া,—
হেসেছিলে কত হাসি মুখ নিরখিয়া।
আজিকে দুহিতা তোর সেই শুভ্রবাসে
এসেছে আলয়ে তোর ;
—কেন এ ক্রন্দন ঘোর ?—
কোলে লও স্নেহময়ী ! সেই হাসি হেসে !

সমুদ্রস্নানে।

ঘন ঘোর-স্নিগ্ধ মেঘ ফেলিয়াছে ঘিরে,
আমি স্নান করিতেছি সমুদ্রের নীরে।
পশ্চাতে ধরণী পাতি' স্নিগ্ধ-শ্যাম কোল ;
সম্মুখে প্রসারি' বাহু সিন্ধু উতরোল।
চির-মুগ্ধ রূপ-লুব্ধ কাহার হৃদয়
পারে সে থাকিতে স্থির এমন সময় ?
প্রসারি' অমল পক্ষ অর্ণবমরাল,
ভাসিছে সমুদ্রবক্ষে সুন্দর 'সি-গাল' ;
শ্রেণীবদ্ধ উড়িতেছে তরঙ্গ চুমিয়ে,
ছিন্ন শুভ্র পুষ্প-হার কে দেছে ভাসায়ে !
ছিন্ন করি' জননীর স্নেহের বন্ধন
উত্তাল উচ্ছ্বাসে ওই দিতে আলিঙ্গন—
চাহিছে জীবন-বধূ ছুটিতে আমার,
ল'য়ে তার শত ছিন্ন কুসুমের হার।

৩৪

প্রথম আষাঢ়ে এই নীল সিন্ধু-কূলে,
চাহিছে এ শুভ্র বেশ ফেলিবারে খুলে।
মৃদু মৃদু গুরু গুরু সুগম্ভীর ডাক,
কে বরে কাহারে কোথা ?—নিনাদিত শাঁক!
উন্নমিত করি' মুখ শ্যাম-শস্পাম্বরা
গরবিণী উপত্যকা, তুঙ্গপয়োধরা,
নিরখিছে স্নিগ্ধ-কান্তি নব নীরধরে ;
বিলম্বিত করি' তনু পয়োদ সাদরে
করিতে আনন্দে যেন আনন আঘ্রাণ,—
বাড়ায়ে দিয়াছে মুখ ;—মাঙ্গলিক গান
গাহিছে চাতক সুখে উড়িয়ে উড়িয়ে,
নব জল-কণা-পানে পরিতৃপ্ত হ'য়ে।

মধ্যাহ্নে সমুদ্র।

সরিয়া গিয়াছে জল, মগন উপলদল—
হরিত শৈবালদামে আচ্ছাদিত অঙ্গ।
সারা নিশি করে' স্নান তীর-বায়ু করে' পান
রবির কিরণে এবে শুখাইছে অঙ্গ।
নীলমণিপ্রভ জল, সূর্য্য করে ঝল-মল,
সুনীল অম্বরে দূরে গিয়াছে মিশিয়া।
উভয়ে রাখিতে ভেদ সূক্ষ্ম এক রেখাচ্ছেদ
নীল পেন্‌সিলের দাগ কে দেছে টানিয়া।
বিস্তারি' অমল পক্ষ, 'সি-গাল' লক্ষ লক্ষ,
ভাসিতেছে শ্রেণীবদ্ধ তরঙ্গ উপরে;
যেন কোন নাগবালা বিচ্ছিন্ন-কবরী-মালা
নিক্ষেপি' গিয়াছে ডুবে সলিল-ভিতরে।
ক্ষুদ্র শুভ্র পাল তুলি' ধীবরের নৌকাগুলি
ভাসিছে সুদূর নীরে রাজহংস প্রায়।
হি-হি হি-হি অট্ট-হাসি' ছুটে এসে ফেনরাশি
আছাড়ি' পড়িয়া তীরে ফিরিয়া পালায়!

অপরাহ্নে ।

ঐ ডুবে গেল বেলা অকূল-নীরে,
রাখিয়া ঈষৎ আভা বালুর তীরে ।
লইয়া ধূসর সন্ধ্যা তিমির-ডালি
সাগরে অম্বরে দিল লেপিয়া কালি ।

ধীবর গুটায়ে জাল ফেলিয়া কাঁধে
ফিরিছে আবাস-মুখে ত্বরিতপাদে ।
ওরে তুই কত রবি বসিয়া তীরে,
গুটায়ে লইয়া জাল চল্ না ফিরে ।

সারাটা দিবস ধরে' অকূল-কূলে
কি ছাই বাঁধিলি জালে দেখ না খুলে ।
সকালে বুনিলি জাল—শতেক ফাঁসী ;
দুপুরে ফেলিলি জলে ঘুরায়ে হাসি ।

কূলে কূলে ঘুরে ঘুরে কাটালি বেলা,
সাঁঝেতে গুটায়ে লও,—ভাঙ্গিল খেলা !
উদিয়াছে কাল মেঘ আকাশ ঘিরে ;—
আর কেন—আর কেন বসিয়া তীরে ?

সন্ধ্যায়।

উজ্জ্বল সীমন্ত-মণি দীপ্ত শির'পরে,
ঐ আসিছেন সন্ধ্যা শ্রান্তিনাশ তরে—
প্রসারিয়া দুই কর 'স্থিরো ভব' বলি';
উত্থিত গগনপথে বিহগ-কাকলী;
ধ্মাপিত শঙ্খের ধ্বনি প্রতি ঘরে ঘরে;
ধ্বনিতেছে দিগ্বিদিক উদাত্ত গম্ভীরে,
সন্ধ্যারতা পুরাঙ্গনা দীপ লয়ে' করে,
জ্বালিছে মঙ্গল-দীপ গৃহস্থের ঘরে;
ঘন বটবীথি মাঝে ত্বরিতচরণা
চকিত সভীত-মতি কৃষক-অঙ্গনা
ফিরিতেছে গৃহমুখে, কুম্ভে ভরি' জল;
চলকে কলস-বারি—ছলাৎ চলল্!

পারাবার।

শত হাস্য, শত গান, রোদন, বেদন
উথলিছে একধারে ; করিয়া বহন
ছুটিছে বিচিত্র-পক্ষ বিহঙ্গম—কাল।
বিচিত্ররূপিণী ধরা বৈচিত্র্যে মগন,
দেখাইছে খুলে খুলে নব ইন্দ্রজাল !

পার্শ্বে চিরপার্শ্বচরী, লাবণ্য বিক্ষেপ
অঙ্গে অঙ্গে দৃপ্ত তার ; কি চারু ভঙ্গিমা !
কিছুই না দেখ চেয়ে, না কর ভ্রূক্ষেপ,
আপনে আপনি মত্ত উন্মাদ-গরিমা !

উথলিছ, গরজিছ, ফুলিছ সক্রোধে,
অশ্রান্ত অক্লান্ত ওই ঘোর উত্তেজনা
ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চায় বেলা-অবরোধে।
নিয়মের বাহুবন্ধ বুঝিতে চাহ না !

বলিছ কি সেই কথা ওহে পারাবার !
নিয়ত গর্জ্জন করি' মহাঘোর রোলে ?
আমি জানি, জানি, কেবা বাঞ্ছিত তোমার,
ঐ সে আসিছে ওই ঘূর্ণিত-অঞ্চলে

আসীনা কঙ্কর-যানে ; রুক্ষ কেশজাল ;
উড়িছে ধূসরবর্ণে দিগন্ত প্রসারি' !
আসিছে ঝটিকা-বধূ সামাল সামাল,—
লইয়া উচ্ছেদ হাতে, দিগন্ত আঁধারি'।

মুহুর্মুহু বিক্ষেপিত কটাক্ষ করকা,
ঘন-ঘন দীর্ঘশ্বাস দমকে দমকে,
ঝাঁপায়ে পড়িল বক্ষে উন্মত্ত ঝটিকা !
অধীর-হৃদয় সিন্ধু বিপুল পুলকে !

যেমন প্রচণ্ডা মেয়ে, অজানিত ঘর,
উন্মত্ত ফেনিলোচ্ছল কূল-হারা বর !

খেলা।

নগ্নদেহে সিন্ধুতীরে সুশুভ্র সৈকত 'পরে
ধীবরের বালা।—
ক্ষুদ্র ঝিনুকের তরী তরঙ্গে ভাসায়ে ধরি'
অবিশ্রান্ত খেলা,—
উপকূলে, একা, সারাবেলা।

আহরি' শৈবালদলে, শয্যা রচি' কুতূহলে,
ক্ষুদ্র মীনে করায়ে শয়ন ;—
স্নেহভরে করে নিরীক্ষণ !
নয়ন শফরী তুল, পৃষ্ঠে এক রাশি চুল,
কৃষ্ণ কণ্ঠে প্রবালের মালা ;
কৃষ্ণ প্রস্তরের গায়, ক্ষোদিত প্রতিমা প্রায়,
উপকূলে বালিকা একেলা।
দূরে কৃষ্ণবিন্দু প্রায়, জেলে-ডিঙ্গি ভেসে যায়,
তরঙ্গের সাথে করে লুকোচুরী খেলা।
—ঝিকি-মিকি বেলা।

ভাসায়ে তরণী তার, পিতা গেছে পারাবার,
ফিরিবেক অবসানে বেলা ;
খেলে তীরে বালিকা একেলা।
তীরে সিন্ধু কল-কল, ফেন-হাস্য খল-খল,
আঘাতি উপলদল ভেঙ্গে ফেলে বেলা ;
—অবিশ্রান্ত খেলা।

সহসা উদিল মেঘ, সাথে সাথে বায়ুবেগ,
মুহূর্ত্তেকে ছাইল আঁধার ;
গর্জ্জিয়া উঠিল পারাবার।
চকিতা কুরঙ্গী প্রায়, বালিকা চমকি চায়,—
ফুলিতেছে তরঙ্গ বিপুল ;
নৃত্য করে পাথার অকূল !

বালিকা দাঁড়ায়ে তীরে দেখিল, তরঙ্গ-শিরে
উত্তোলিত পিতার তরণী ;
প্রসারিত করি' কর, আশ্বাসে ধীবর-বর,—
দাঁড়া মাগো,—যাইব এখনি !
বালিকা তুলিয়া কর ডাকিতেছে, আয়্ ঘর !
ডুবে গেল ক্ষীণ কণ্ঠধ্বনি ;
এল তীরে আছাড়ি' তরণী !

প্রবল স্রোতের ঘায় ভাসিল বালিকা-কায়,—
পিতৃ-কণ্ঠ ধরিল জড়ায়ে;
ভেসে গেল খেলাঘর, পিতা পুত্রী একত্তর
সৈকতেতে রহিল ঘুমায়ে!

লুকোচুরি।

আমি, যেমন করেই পারি,
ধরিব তোমারে ধরিব,
ওগো গর্ব্বিত কামচারী !
খুঁজিব তোমারে কক্ষে কক্ষে,
গোপন নগন বক্ষে বক্ষে,
কোথায় করিবে আপনা রক্ষে,-
খোলা যে সকল দ্বার-ই,—
ওগো গর্ব্বিত কামচারী !

বিবিধ বরণে মধুর ছন্দে,
উতল মধুতে, উথল গন্ধে,
প্রকাশ-কিরণ-পূর্ণ-চন্দ্রে,
হৃদয়-মানস-হারী ;

নবীন শাদ্বলে নীল সিন্ধুজলে—
সতত ও রঙ্গ-তরঙ্গ উছলে,—
প্রতীপ-সমীরে ধীরে ধীরে ধীরে
পরশে পরাণ চুরি।

শত অশ্রু-কণা, নিশির শিশিরে,
প্রবাহিত প্রেম-উৎস-নিঝরে,
ধ্বনিত বজ্রে, রণিত মন্দ্রে ;—
ধরিতে বলিছ ডাকি,—
তমসে আবরি' আঁখি !

প্রবাসে বর্ষা।

পহেলা আষাঢ় আজি, মনে মনে আছি আঁচি'
আজি হ'বে ধরিতে লেখনী।
রাত্রে হয় নাই ঘুম, পেট ফুলিবার ধুম,
কত ক্ষণে পোহায় রজনী!
পাশে খেলে ছেলে মেয়ে, রাজপথে আছি চেয়ে,
চ'লে যায় পান্থ শত জন;
বয়ালের 'বাণ্ডি'গুলি, ঘুঙ্গুর নিক্কণ তুলি',
ছুটে যায় রণন ঝনন্;
শ্বেত উচ্চৈঃশ্রবা যুড়ী মাঝে মাঝে চলে জুড়ি
শ্বেতাঙ্গিনী শোভি রাজপথ;
শিরোভূষা শোভা কিবা, ধবল মরাল-গ্রীবা-
'পরে, পুষ্প-চাঙ্গারি বৃহৎ।
এরাই সে পুষ্পনারী যেন পথে করে ফিরি,
লাবণ্যের সৌরভ অতুল!—
তুলনার একশেষ এ দেশের কৃষ্ণ-কেশ,
তাও নেছে, সেবিয়া তণ্ডুল।

৪৬

আষাঢ়ও ভুলিয়া নাই, জলদ-উত্তরী তাই,
সারা অঙ্গে পরিয়াছে ঘিরে ;
ভাবে বুঝি মনে মনে জগত-জানিত দিনে
কি দেখাবে প্রবাসী কবিরে !
উত্তুঙ্গ শিখর-শিরে মেঘ নামিয়াছে ঘিরে,—
বপ্রক্রীড়া মত্ত নহে হাতী ;
যেন ওয়াল্টার-শিরে বরষা ধরেছে ঘিরে
ঘন-ঘোর নীল-আর্দ্র-ছাতি !
এ কি ! কাহার ভবন-শিখী, কেকারবে এল ডাকি'
প্রাচীরের পাশ হ'তে উড়ে ?
ক্রমে এসে বারান্দায় তণ্ডুল-কণিকা খায়-
অনাহূত অতিথি আষাঢ়ে !

মৃদু গুরু গুরু হাঁক্, আষাঢ় ছাড়িল ডাক্,
বায়ু সাথে মেঘ আসে উড়ে ;
শাণিত বিশিখ পারা বেঁকে পড়ে বৃষ্টিধারা
ধরা-অঙ্গে লক্ষ শর ফুঁড়ে।
স্ফুট গিরিমল্লিকায় সিঞ্চি' নব কণিকায়,
নয় এ গো, বর্ষণ বিরল।
পান্থ, পান্থবধূ ছুটে বারান্দায় আসে উঠে
আর্দ্র বাসে ঝরঝরে জল।

কোথায় সে যক্ষবধূ, বিরহ-ক্লেশিত বঁধু,
যুক্ত-করে মেঘে অনুনয় ;
সিন্ধু করে ধরি' গিরি সারা ওয়াল্টেয়ার ঘিরি'
পরায়েছে নিগড় বলয়।
চকিত করিয়া বিশ্ব ক্রমশঃ প্রচণ্ড দৃশ্য,
গড় গড় কামানের গোলা ;
সমুদ্র আস্ফালি' ছুটে, শৈলপাদে ঊর্ম্মি লুটে,
দুরন্ত এ দানবীর খেলা !
মৃদু মৃদু সুমধুর কোথা বিয়োগীর সুর,—
মন্দ মন্দ মৃদঙ্গ-নিক্কণ,
গাছ পালা ভাঙ্গে ঝড়ে, লেখনী খসিয়া পড়ে,
কড় কড় অশনি-গর্জ্জন।

শ্রাবণে।

তুমি কি রাখনি ভুলাইয়া হিমশীর্ণ মৃত্যুর মূরতি ?
তবে কেন ভাবিব তাহারে, যার পরে ঢেলেছ বিস্মৃতি !
হ'ক শুক্ল কৃষ্ণ কেশদাম, রেখাঙ্কিত হয় হ'ক্ ভাল ;
যত দিন এই আঁখিযুগ রবে দীপ্ত হে বিশ্ব-ভূপাল !
তোমারে হেরিব আঁখি ভরি', এই ভিক্ষা মাগি বিশ্বপতি !
জলে স্থলে কুসুমে শাদ্বলে ওই তব মধুর মূরতি।
বসি' এই নিভৃত কুটীরে, স্তব্ধ এই নীল সিন্ধুকূলে
কে স্মরিবে তামসী মৃত্যুরে ? গুপ্ত ফণা থাক্‌না সে তুলে !
আঁখি মুদি' অন্ধ পরকাল ধেয়ান সে মুক্ত যোগিজন,
চেয়ে চেয়ে আমি চিরকাল রচি যেন সুন্দর দর্শন।
চ'লে যাবে সে সুপথ ধরি' তর্ক-শ্রান্ত ক্লান্ত পান্থ জন
পুষ্পবাসে ঘন নীপচ্ছায়ে নিরুদ্বেগে তোমার ভবন !

আজি প্রাতে মেঘ গেছে কেটে, ঝলমল স্বর্ণময় বারি,
পট্টবাসা পূর্ব্বাশার দ্বারে দিগঙ্গনা লয়ে হেম-ঝারি
ঢালিতেছে কনক-উদক নীলকণ্ঠ শ্রাবণের শিরে ;
আর্দ্র করি' ঘন নীল জটা স্বর্ণধারা পড়িতেছে ঝ'রে ।
শ্যাম ছত্র তালী-বনরাজি সিন্ধুশিরে ধরিয়াছে খুলে,
ঢুলাইছে কনক-চামর নারিকেল কূলে কূলে দুলে' ;
হরিত সুপুচ্ছ ঝুলাইয়া ঝাউ-শাখে বসি' শুকদল
নব-রবি-করে ফুল্ল-হিয়া গায় সুখে প্রভাতী মঙ্গল !
শ্রাবণের সঘন বর্ষণ-মুক্ত আজি লঘু মেঘদল
উড়ে উড়ে গগনেতে ফিরে পান করি' কনক তরল !
দূরে নীল আকাশের কোলে ভেসে আসে শুভ্র পোতখানি,—
ও পারের সংবাদ কাহার আনিছে এ প্রভাতে না জানি !



বঙ্কিমচন্দ্র।

তোমার হৃদয়-কন্দর হ'তে
কোন একদিন পুণ্য প্রভাতে
বয়েছিল যেই ক্ষুদ্র নির্ঝর
তোমারি গৃহের কোণে ;—

দেখ আজি তার প্রবাহ প্রবল
চলেছে কি বেগে করি' কোলাহল
সজন প্রান্তরে দেশ দেশান্তরে
কি গভীর গরজনে !

যে মহা রাগিণী ও হৃদি-যন্ত্রে
বেজেছিল ধীরে তন্ত্রে তন্ত্রে
আজি সে কি মহা-মিলন-মন্ত্রে
ছাইয়া ফেলেছে দেশ !

মলিন শ্রীহীন অধীন ভারত
আছিল পড়িয়া নির্জ্জীববৎ ;
আজি নবীন জীবনে নব উদ্যমে
পরেছে নবীন বেশ !

কোন গ্রহে পুনঃ পেতেছ আসন,
সেথা কি এ বার্ত্তা বহে সমীরণ ?
আজিকে তোমার সফল সাধন
তোমারি জনমভূমে—
সুধু তুমিই মগন ঘুমে !

শ্যামলা সুজলা জননী তোমার
তোমারে স্মরিয়া মুছে অশ্রুধার।
"বন্দে মাতরং" বল একবার
সকলে মায়েরে ঘেরি ;
দাও মুছায়ে নয়নবারি।

আজি পূর্ণ যুগ,—জীবন তোমার
ধরায় হ'য়েছে শেষ।
কভু কি গো আর অভাব তোমার
পূরাতে পারিবে দেশ !

স্বাগত।

গুরু-গুরু গুরু-গুরু মৃদঙ্গ-বোলনী ;
সরসা বরষা আওল অবনী।
নলপত অপাঙ্গে মৃদু মৃদু ভাতিয়া ;
এলায়িত মেঘ-বেণী লুটাওত ছাতিয়া

আবৃতা ধরণী ঘন-ঘোর তিমিরে ,
উড়ত ওড়নী মৃদু-মৃদু সমীরে।
গুরু-গুরু গুরু-গুরু মৃদঙ্গ-বোলনী ;
সরসা বরষা আওল অবনী।

হরষিত দিঙ্নাগ ভর লেই ঝারি,
অভিষেক ঘনরাণী ;—বরখত বারি।
খুলিয়া বলাকা সুশুভ্র ছাতি,
উড়ল অম্বরে পুলকে মাতি' ;

শিখরে শিখরে সঙ্গীত তুলি'
ধাইল নিঝর-বালিকাগুলি ;
আকুল হরষে সবেগে ছুটি'
পাষাণে পাষাণে তনুয়া লুটি'।

লুকাল অম্বরে দিবসাধিপ ;
ফুটল হাসিয়া কেতক, নীপ।
মোদিত সুবাসে কানন-বীথি ;
পাপিয়া রসালে ধরিল গীতি।

বাদিত দুন্দুভি গম্ভীর ঘোষে,
আওল বরষা সুনীল বেশে।
চমকে পলকে বিজুরী-জ্যোতি।
পাতায় পাতায় ক্ষরিত মোতি।

যো রহে সো রহে বিষাদে ভরা,
স্বাগত হামার মানস-হরা !

সীমাদ্রি-শিখরে।

গুরু গুরু গুরু দেব-দুন্দুভি
'উঠিয়াছে নভে বাজি' রে!
থমকি' চমকি' চকিত তড়িৎ
দিকে দিকে ছোটে নাচি' রে!

লম্বিত ঐ শৈল-শিখরে
নীরদ-সোপানরাজি রে!
অমরা হইতে কে এল মরতে—
মন্দার-দামে সাজি' রে!

ঝর ঝর ঝর ভৃঙ্গার-বারি
ঢালে দিগঙ্গনা হরষে,
ফুটিছে শিহরি' কেতক, নীপ
কাহার চরণ-পরশে?

দেখ দেখ দেখ, কার কেশদাম
ঢেকেছে সকল দিগন্ত ;
কার এ বিমল তনু-পরিমলে
সুগন্ধ ধরণী অনন্ত !

কাহারে নিরখি' শিখিনী শিখী
বর্হ বিথারি' নাচিছে ?
গম্ভীর-স্বরে প্রাবৃট-শঙ্খ
কলাপি-কণ্ঠে বাজিছে ?

স্নিগ্ধ নীলিমা, চারু শ্যামলিমা
মধুর বরণ দৃশ্য রে !
কার তনু-ছায় ঘন নীলিমায়
ফুটিয়া উঠেছে বিশ্ব রে !

গুরু গুরু গুরু দুরু দুরু দুরু
হৃদয় আমার কাঁপিছে !
ঐ ঘন ঘন-মাঝে মেঘ-নির্ঘোষে
কে যেন আমারে ডাকিছে !

ঝর্ঝর ঝর - নির্ঝর-স্বর-
মুখরিত গিরি অরণ্য,
চল আনি তুলি' গিরিমল্লিকা
চারু চম্পক বরেণ্য !

নীল লোহিত পাটল পীত
কুসুমপুঞ্জ সুরঙ্গ,
আলোক-ছায়া মিলিত কায়া,
যেন হরি-হর একাঙ্গ !

এই নির্ঝর-ধারে শৈলশিখরে
পূজিতে বর সুন্দরে !—
গাঁথ সজনী ! প্রসূনদাম,
গাঁথহ চারু ছন্দ রে !

নদীবধূ।

তন্বী মনোজ্ঞা পর্ব্বতবালিকে,
কর্পূর-ধবল-মরাল-মালিকে,
জলবেণীরম্যা, গুণ্ঠিত নিচোলে
রাজত নদীবধূ সৈকত ধবলে ;
অয়ি, তরঙ্গানিল-কম্পিত-দুকূলা,
মৃদু-কল-কল্লোল কিশোরী সুশীলা,
ঝর্ঝর নির্ঝর-সুপুষ্ট-দেহা,
কাহে বিস্মরি কিশোরী ভূধর লেহা,
জলবেণীরম্যা বন্ধুর উপলে,
রুথি, ধাওত নির্ম্মলে সৈকত ধবলে।

যথা, আভাতি বেলা লবণাম্বুকায়ে,
যথা, তালীবন-মর্ম্মরিত স্নিগ্ধ বায়ে,
যথা, স্ফুটফেনরাজি স্ফুরিত হাস্যে,
উন্মাদ উদধি তাণ্ডব-লাস্যে।

তমসাতীরে

কিবা, গম্ভীর তমসা তমসপুঞ্জে,
যেন মৌনাভিমানিনী মানক ভুঞ্জে;
সুখ- শায়িত সারস বেতসকুঞ্জে,
দিক- অঙ্গনা বেদনা-বাষ্প নিমুঞ্চে।
তুষার-শীকর-শীতল রাত্রি,
হিম- সজল-নিচোল তীরথ-যাত্রী;
আহা, সুকৃত-সঞ্চয়-আশয়-লুব্ধা,
অব- গুণ্ঠিতা, শঙ্কিতা, কম্পিতা, মুগ্ধা!

আয়েষা।

এমনি অতৃপ্তি মাঝে জানি না সে কোনদিন
আসিবে মরণ, - আমার কি তার ;
শত জন্ম স্রোতে ভেসে, পাশাপাশি এসে শেষে,
নিরুদ্দেশে যাব ভেসে নিয়ে হাহাকার !
কার এ বিষম ভ্রম,—আমার কি তার ?

ঐ সুকেশিনী বরষার স্নিগ্ধ মেঘময় বেণী,
সুনীল শৈলের বুকে পড়েছে ঘুমিয়া !—
এ আকুল কুন্তলভার কভু ঢাকে আনন তার
অমনি সোহাগভরে দেবে না ছাইয়া ;—
করাল সর্পিণী শুধু দংশিবে এ হিয়া।

৬০

অই যে সরলদ্রুমে নবপল্লবিতা লতা
জড়াইয়া শাখায় শাখায় ;—
সমীরণে দুলি' দুলি' মৃদুল মর্ম্মর তুলি'
শুনায় মধুর গাথা মধুর ভাষায়,
হায় ! এ বাহু-লতিকা মোর পবিত্র প্রেমের ডোর,
বাঁধিয়া বাহুতে তার রবে না লতিয়া --
কোনও মাধবীর সাঁঝে আপনা ভুলিয়া !

সন্ধ্যার সুবর্ণরাগ রসালের অগ্রভাগ
করিছে সাদরে ওই কাঞ্চনে মণ্ডন ;
আমার হৃদয়-বধূ আমারি বঁধুরে শুধু
দেবে না সন্ধ্যায় কভু বিদায়-চুম্বন।
গভীর সিন্ধুর বুকে বহিলে ঝটিকা ঘোর,
নীরবে সে পারে না সহিতে ;—
শত বাহু প্রসারিয়া উন্মত্ত অধীর হিয়া,
ছুটে যায় লভিতে বাঞ্ছিতে।

প্রেমিক হৃদয়-সিন্ধু দু'খানি অস্থির তলে
বহে নিত্য কি ঝটিকা ঘাত ;—
বুঝাতে কি আছে ভাষা ? শুধুই আকুল আশা
নির্জ্জনে সৃজন করে মুকুতা-প্রপাত !

ভাবনা।

ভাবিতাম, ভাষার দুয়ারে হয় সদা চিত্ত-বিনিময় ;
ঐ দূতী হ'য়ে অগ্রসর, মাঝে থেকে করে পরিচয় !
শুভক্ষণে কোন সুপ্রভাতে ঘটেছে যে তোমায় আমায়—
মনে পড়ে সে দিনের কথা, দুই যুগ পূর্ণ হ'ল প্রায় !
লিপি দূতী করে' আনাগোনা, দুটি হৃদি করিল বন্ধন ;
দেখিবার আগেই দোঁহার ঘটাইল অপূর্ব্ব মিলন !
কুসুমের পরাগ যেমন সমীরণে হইয়া বাহিত
সাধে সে ফুলের পরিণয়, দূর হ'তে করে সম্মিলিত।
বসে' এই সুদূর প্রবাসে স্মরি' সদা ভাষার প্রভাব,
মূক যেথা সুনিপুণ দূতী, নিত্য সেথা প্রেমের অভাব।

৬২

এই মত নিরাশে বিশ্বাসে কেটে যায় দীর্ঘ নিশিদিন,
হৃদয় সে প্রেমের দুর্ভিক্ষে দিন দিন হ'তেছিল ক্ষীণ!
আগে সে করেনি অনুভব,—আছে গুপ্ত শত দূতচয়,
এইরূপ নিরাশার দিনে খুলিল অদ্ভুত অভিনয়!
বুঝাইল,— হৃদয় মিলাতে নাহিক ভাষার প্রয়োজন,
হৃদয় সে হৃদয়ের ভাষা নীরবেতে করে অধ্যয়ন!
কে দেখে সে আঁখি-অন্তরালে প্রেমিকের সুতীক্ষ্ণ নয়ন,
মুহূর্ত্ত দৃষ্টির বিনিময়ে, হয় প্রেম-পয়োধি-সৃজন!
প্রবেশিতে প্রেমের প্রাকারে শত দ্বার সদা উন্মোচন—
প্রফুল্ল নয়ন, স্মিত হাসি, দুটি বাহু-লতার বন্ধন!

ধীরে।

ওগো! ধীরে ধীরে ধীরে ভালবেসো মোরে,
বহু দিন বহু মাস বহু বর্ষ ধ'রে ;
সন্ধ্যার আঁধার যথা সুধীরে নামিয়া
ধীরে ধীরে ফেলে ঢেকে প্রান্তরের হিয়া ;
গভীর গম্ভীর মৌন বচন-মহিমা।
দিনে শত প্রেমপত্র শীঘ্র লভে সীমা।

শিখাও।

গুরু গম্ভীর গর্জ্জনে অয়ি! গাহিছ কি মহারাগিণী!
শিখাও আমারে শিখাও ওগো, আমি তব তীরবাসিনী!
গুরু গুরু গুরু ও রবে কাঁপিয়া
হৃদয় আমার উঠিছে মাতিয়া—
ঘন-রবে যেন শিখিনী!
শিখাও ওগো শিখাও আমারে, আমি তব তীরবাসিনী!
কিরূপে ঘাতিলে স্বরতরঙ্গে
উঠে ঘন ঘোর ঘোষ মৃদঙ্গে
চমকি' বধিরে, ছুটায়ে খঞ্জে, ফুটায়ে মূকের কাহিনী!
শিখাও আমারে শিখাও ওগো, আমি তব তীরবাসিনী!
নির্জ্জীব হৃদি করিতে সজাগ
শিখাও আমারে সেই মহারাগ,
যে রাগে ফুলিয়া ছুটে গরজিয়া আস্ফালি' অযুত নাগিনী!
প্রান্ত হ'তে প্রান্ত করি' চমকিত
যে রাগে গগনে প্রবাহে তড়িৎ—
অভ্রভেদী চূড়া ভেঙ্গে ক'রে গুঁড়া যেই রাগে মাতি' অশনি!
শিখাও ওগো শিখাও আমারে, আমি তব তীরবাসিনী!

পূর্ণিমায়।

তমিস্রার অঙ্গ-আবরণ
কোথায় পড়িয়া গেছে খুলে,
গৃহে গৃহে গবাক্ষে পশিয়ে
দেখে শশী, নারী-গ্রীবা-মূলে !
খণ্ডে খণ্ডে কুণ্ডলিত হ'য়ে
গ্রীবা-মূলে রয়েছে গুটিয়ে !

আজি নিশি স্ফটিকবরণ !
পূত শুক্লবসনা সুন্দরী
বিছাইয়া শ্বেত চেলাঞ্চল,
ঢালিয়াছে অঙ্গের মাধুরী।

ভাবে শশী অনিমেষ-আঁখি,—
শুভ্রবাসে এত রূপরাশি ?
অভিসারে ব্রজ-কমলিনী
নীলাম্বরে সাজিত রূপসী!
সুসজ্জিত মোহন কবরী
নাহি আজি শত তারা-ফুলে,
এলায়ে ছড়ায়ে কেশরাশি
ছায়া মাঝে—পড়িয়াছে খুলে ;
বিবশা বিহ্বলা নিশি ঘুমে,
নিমীলিত কমললোচন।
লীলাময় চঞ্চল সৌন্দর্য্য
কাছে শান্ত ছবি কি মোহন !
উন্মাদক কি সুধার স্রোত
ধরা-অঙ্গে উঠেছে উথলি',
আঁখি-পথে পিয়ে প্রিয় কবি !
গাও দেখি হৃদি প্রাণ খুলি'।

মুগ্ধা।

শতবার শত সুন্দর রূপ
আঁকিয়ে নিয়েছি চিত্ত-মাঝে ;
আঁখির পিপাসা তবুও গেল না,—
তুমি সাজ কত নব সাজে !—

কখনো এলাও নিবিড় কুন্তল—
কভু সুনীল কবরী ফুলে ঝলমল,
কখনো লুটাও লোহিত অঞ্চল
নীল গগন-অঙ্গন মাঝে !—

কখনো ভূষিত মুকুল মঞ্জরী,
আকুল মধুপ গুঞ্জরি' গুঞ্জরি'
শত শতদলে চরণ-মাধুরী
বিজুরী লাঞ্ছিত লাজে ;
তুমি সাজ কত নব সাজে।

কভু শুক্লবসনা স্বপ্নবিবশা,
নগ্ন মাধুরী এলায়িতকেশা,—
নিশীথ নিভৃত মাঝে
তুমি সাজ কত নব সাজে !

—

মধু মাসে মাধবী।

তোমার স্মরণে ফিরে' নবীন যৌবন আসে,
তোমারি মনোজ্ঞ ছবি অন্তর-নয়নে ভাসে ;
বিশীর্ণ এ দেহ-লতা,
বিশুষ্ক অধর-পাতা,
পদে দলি' যায় চলি' এবে সবে উপহাসে ;
তোমারে স্মরিলে তবু নবীন যৌবন আসে।

পুলক-শোণিতরাশি প্রবাহিত শিরে শিরে,
লাবণ্য-তরঙ্গোচ্ছ্বাস সারা দেহে ফুটে ধীরে;

কচি কিশলয়-রাগ
আবার অধরে ফুটে ;—
সাধের মুকুল-কুল
পরিমলে ভরি' উঠে ;—
কোথা তুমি দূর বাসে, সুখ-সুপ্ত পারিজাতে,
তোমার স্বপন-ছায়া, আমারে জাগায় প্রাতে
সুচির যৌবনরাশি
কোথা তব হৃদে রাজে,
যাহার পরশে ধরা
চির নব সাজে সাজে ?

চিত্র।

তাম্র-কটাহ প্রোজ্জ্বল নভ
লুপ্ত করেছে দৃশ্য,
ঘোর অঞ্জন-স্নিগ্ধ ছায়ে
আবৃত হয়েছে বিশ্ব ;
দূর দিগন্ত শৈল-প্রান্ত
মাখিয়া ধূমল কান্তি,
মেঘে শৈল, শৈলে মেঘ—
আনিয়া দিতেছে ভ্রান্তি
দূরে দূরে অতি সুদূরে
লুপ্ত সিন্ধুরেখা,
স্বপ্নরাজ্য যেন বা ধরা—
অস্ফুট ছায়া-লেখা

৭২

নিবিড় হ'তে নিবিড়তম
এ ঘোর অভ্র-পটে,
কোন্ অদৃশ্য গোপন দৃশ্য
এখনি উঠিবে ফুটে।

সমুদ্র-গর্জ্জন-শ্রবণে।

বহুজনাকীর্ণ স্থানে বহু সংঘর্ষণে
উঠে যে হল্‌হলা ধ্বনি, লয় মোর মনে,
এও তাই। সহস্রের ঘাত-প্রতিঘাতে
সমুত্থিত ও কল্লোল মিশেছে তোমাতে।
বিপুল তরঙ্গ-ভঙ্গে শত স্রোতস্বিনী—
তারি ঐক্যতান, তারি ও মহারাগিণী
ধ্বনিত হতেছে চির নীলাম্বরতলে ;
মহাছন্দে মহাবাণী গর্জ্জিয়া উথলে।
শত উন্মাদিনী যেন মিলে এক স্থানে,
নাচিছে উত্তোলি' বাহু, তাণ্ডব নর্ত্তনে
হারাইয়া দিগ্বিদিক ; ফেন-শুভ্র হাসি
তরঙ্গে তরঙ্গে ছুটে উচ্ছ্বসি' উচ্ছ্বসি'।
এমনি প্রচণ্ড নৃত্যে নারী গরীয়সী,
নেচেছিল ঝান্সীর শ্রেয়সী মহিষী।

অমনি ভৈরব নৃত্যে, অমনি নির্ভীক,—
মেতেছিল একদিন মহারাষ্ট্র, শিখ।
তোমারি—তোমারি কাছে উন্মত্ত পাথার,
শিখেছিল ওই নৃত্য তেজস্বী তাতার;
একদিন ওই নৃত্য, ওই মহাগান
শিখেছিল পরে পরে সারা হিন্দুস্থান।
আজি তারা নিদ্রামগ্ন।—কি অভিসম্পাতে
জাগে না হৃদয় আর ওই মহা ঘাতে।
ঐ গান, ঐ তান না শিখায় কারে—
একতার পরাক্রম অবনী-মাঝারে!
অমনি উন্মাদ-নৃত্যে চমকিয়া ব্যোম
নেচেছিল ভীম গ্রীস; মহাভূমি রোম।
চ'লেছে তোমার নৃত্য চির অবিরাম;—
তারা আজি সুপ্তিক্রোড়ে লভিছে বিশ্রাম।

নাহি কি ও কণ্ঠে তবে সেই উন্মাদনা?—
ওই নৃত্যে আজি আর নাচিয়া উঠে না
গগন কম্পিত করি'?—মহাঘোর রোলে
শুধুই ও ব্যর্থ বাণী নিয়ত উথলে!

হৃদয় ও সিন্ধু।

হে বারিধি,
মুগ্ধ দুটি আঁখি মোর চাহিয়া তোমার পানে
কত কি জিজ্ঞাসা করে নিত্য নিশি দিনমানে!
না দাও উত্তর কিছু, গরবে আপনা-হারা
হাসিয়া লুটায়ে পড়, মহতের একি ধারা!
সত্য বটে, ওই রূপে মোহিত মানস মম,
মানি তব ধরা মাঝে অতুলিত পরাক্রম;
তবু সিন্ধু গর্ব্ব তব হিয়া হ'তে কর দূর,
তোমায় আমায় ভেদ আকাশ পাতালপুর!
বিপুল তরঙ্গ তব ক্ষুদ্র নরে অবহেলে—
দু'খানি কাষ্ঠের যোগে বক্ষ তব যায় দলে'; —
কোথা গুপ্ত মগ্ন শিলা, মুকুতা প্রবাল, মণি,
ক্ষুদ্র নরে আছে জ্ঞাত বিপুল হৃদয়খানি।

যতই গভীর তুমি হওনা ক নীরনিধি,
মানব-জ্ঞানের শেষ ছুটিয়াছে সে অবধি।
কি তরঙ্গ উথলিত মানব-হিয়ার মাঝে,
নাহিক তোমার সাধ্য যাইতে তাহার কাছে।
সামান্য সমীরে বক্ষ উঠে তব আকুলিয়া,
সে বেগ সহিতে নারে প্রশান্ত বিপুল হিয়া।
দুর্জ্জনের বাক্যশেল, পুত্রশোক জননীর,
প্রেমের হতাশা, আর বন্ধুর বিচ্ছেদ ধীর,
সহিতেছে অবিরাম ক্ষুদ্র এই নর-হৃদি
তবে, হয়োনা ক স্ফীতগর্ব্ব তুমি অত হে বারিধি।
তুমি রবে কিছুকাল, আমি যাব নিরুদ্দেশ,
তবু মনে রেখ সিন্ধু! আমার কথাটি শেষ।

সিন্ধুর প্রতি বিদায়োক্তি।

তবে, বিদায়,—হে নীরনিধি ! চলিনু এখন,
তব শান্তিময় তীর করিয়া বর্জ্জন !
যে আশা বহিয়া বুকে আসি তব পাশ ;—
উদার-হৃদয় তুমি,—করনি নিরাশ।
অধিকন্তু দিয়াছ হে প্রবাল দুটীরে,
তব তীর-জাত-চিহ্ন প্রবাসী কবিরে।
জানি না—আসিব কিনা তব পাশে ফিরে
প্রসন্ন বিদায় দেহ লুব্ধা এ মুগ্ধারে।

ছিল সাধ,—তীরে তব করিয়া শয়ন
মুদিব অন্তিমে সখা ! এ দু'টী নয়ন !
উদার প্রকৃতি মাঝে বেলার অঞ্চলে
সমর্পিয়া দেহ-ভার সুখে যাব চ'লে।

সন্ধ্যার সুবর্ণ-রাগ মুমূর্ষুর 'পরে
ঝরা আবিরের মত পড়িবেক ঝ'রে।
আসিবে তুমি হে! বাহু বাড়ায়ে সাদরে;
নিত্য যাহা নিতে চাও, দিব তা তোমারে।
তুমি কি বুঝিতে পার উন্মত্ত সাগর!
নিয়তির সূক্ষ্ম রেখা কত সূক্ষ্মতর;—
কত দিন নিতে মোরে বাড়ায়েছ হাত,
অদৃশ্য কাহার হস্ত দিয়েছে ব্যাঘাত?
হায়! কোথা রুদ্ধ-গৃহে এ জীবন যাবে,—
দু'জনের মনোসাধ মনেই মিলাবে!

এবে, যেতেছে যে অনিচ্ছায় করি' পরিহার,
রবে কি হৃদয়ে সিন্ধু স্মৃতিটি তাহার?
যথা, কোনো কিশোরীর সকৌতুক আঁখি
দম্পতীর গৃহরন্ধ্রে পাড়ি উঁকি ঝুঁকি,
গোপনরহস্যরাশি লয় বাহিরিয়া
প্রাচীরের আবরণ অনা'সে ভেদিয়া;
তথা, ঊষার আলোক পশি' দ্বার-রন্ধ্র দিয়া
যবে, গৃহের তামসরাশি লইবে টানিয়া,—
সবে, গগন-প্রাঙ্গণ মাঝে হ'য়ে পথ-হারা
জ্বলিবে বিষণ্ণমুখে দু'একটি তারা;

যবে, কেতকীর পরিমল করিয়া বহন
আসিবে প্রাঙ্গণে মোর প্রভাত-পবন ;
যথা, প্রবাসী বন্ধুর লিপি—পূর্ণ মিষ্ট ভাষে ;—
লইয়া 'আপলসাম'* নিত্য প্রাতে আসে।
যবে, কুহেলি-উত্তরী তুমি করি' উন্মোচন,
বক্ষে ধরি' প্রভাতের নবীন তপন,
চাহিবে কুটীরে মোর ;—পাবে না দেখিতে
তোমার নয়ন সাথে নয়ন মিলাতে
দাঁড়ায়ে রয়েছে কেহ ;—মুগ্ধ আঁখি তুলি' ;—
না জাগিতে তালীকুঞ্জে প্রথম কাকলি !

তার পর,—কালো মেঘে আলো লেগে শোভিবে যখন
সুবর্ণের প্রান্ত,—যথা সুনীল বসন ;—
আর্দ্র বেলাভূমে পড়ি' উজল কিরণ
সোনার মুকুরখানি পাতিবে যখন,
সহস্র তরঙ্গশিশু আসিয়া ঝাঁপিয়ে
হেরিতে আনন শুভ্র পড়িবে ঘুমিয়ে ;
যখন তোমার নীরে তরঙ্গ-চূড়ায়
লালিবে ঈষৎ আভা ধবল ফেনায়,

* ডাক-বাহী বেহারার নাম

নানাবিধ বিহঙ্গম মোর গৃহচূড়ে—
ঝাউয়ের শাখায় কেহ,—ডাকিবে সুস্বরে ;
তখন আমারে সিন্ধু ! পাবে না দেখিতে—
সাগ্রহে তোমার তীরে শুক্তি কুড়াইতে !

তার পর বেলা হ'লে, তব নীল জলে
নামিলে স্নানের তরে বিমুক্তকুন্তলে,
ছুটে এসে বার বার আনন্দ-চপল
আলিঙ্গনে আলিঙ্গনে করিয়া বিহ্বল,
পরিশ্রান্ত ক্লান্ত করি' দিবে না আমারে
অবিরাম বার বার সোহাগ-প্রহারে
চিরতরে হৃদে তব লইতে টানিয়া
বিপুল তরঙ্গোচ্ছ্বাসে ;—দিবে না ফেলিয়া !
হাসিতে হাসিতে উঠে যাব পলাইয়ে
পিছু পিছু ধরিবারে আসিবে গোড়ায়ে ;
মধুর প্রণয়-খেলা আজি হ'ল শেষ,
স্মরিতে নিশ্চয় বন্ধু ! পাইবে গো ক্লেশ !

মনে কি রাখিবে প্রিয়,—কিংবা যাবে ভুলে,
অকূল হৃদয় পূর্ণ রহস্য বিপুলে ?

লীলাময়ী সুরঙ্গিণী তরঙ্গিণীদল
তোমার হৃদয়, সিন্ধু, নিয়ত চঞ্চল
—করিছে রহস্যোচ্ছ্বাসে—সদা অনিবার।
তার মাঝে মোরে মনে রহিবে কি আর!

আমি, ভুলিব না ওই তব প্রশান্ত মূরতি!
আসি তবে, বিদায় হে—দেহ সরিৎপতি!

যবে, নিদাঘেতে কাদম্বিনী উদিয়া গগনে
ফেলিবে করাল ছায়া তোমার জীবনে ;—
ক্ষোভে রোষে হ'য়ে তুমি বদ্ধ-পরিকর,
মাতিবে হে দ্বন্দ্বযুদ্ধে দুরন্ত সাগর!—
বহিলে ঝটিকা গুরু বক্ষেতে তোমার,
কে তোমায় সান্ত্বনিবে আমি বিনা আর?
সর্ব্ব দেশে, সর্ব্ব কালে, সর্ব্ব অবস্থায়
সান্ত্বনা মিলে হে মিতে! কবির ভাষায়।

ধবল বালুকাস্তূপ আলোকিত করি'
ঘুমায়ে পড়িবে যবে স-চন্দ্র-শর্ব্বরী ;

প্রীতিভরে বক্ষে তব বাহু জড়াইয়া
তরঙ্গে তরঙ্গে মণি উঠিবে জ্বলিয়া ;
তা দেখে মুগ্ধ নেত্রে কুটীর-শয়নে
বিশ্বসুন্দরের কথা ভাবিব না মনে !
চিরতরে হৃদি-পটে নিলেও আঁকিয়া,
পরিতৃপ্ত নহে তবু প্রেমিকের হিয়া।
রঙ্গ তুলি নিয়ে তাই আঁকিতে তোমারে
কত মতে কত রূপে যাই ধরিবারে !

এখন প্রশান্ত তুমি,—সুনীল সাগর ;—
নীলমণি-প্রভ জল কিবা মনোহর !
সারাদিন মুগ্ধ মন ওই রূপে হায় !
এ সময়ে যেতে হ'ল ছাড়িয়া তোমায় !

হৃদয় করেছ চুরি ঐ নীল নীরে ;
শূন্য দেহ ল'য়ে সিন্ধু ! গৃহে যাই ফিরে !
ভুলিব না তোমা কভু ; ভুল না আমায় ;
আসি তবে নীরধি হে, বিদায় ! বিদায় !!

জাহ্নবী।

সর্ব্বজনসমাদৃত উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রিকা

বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

সম্পাদিত।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

সহকারী সম্পাদক।

জাহ্নবীতে

এ পর্য্যন্ত শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার, শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন, শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীকিশোরীলাল সরকার, শ্রীশশধর রায়, শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত, শ্রীবীরেশ্বর পাঁড়ে, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীজলধর সেন, শ্রীঅক্ষয়-কুমার বড়াল, শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহামহোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়, শ্রীপাঁচকড়ি দে, শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী, শ্রীযতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীমহেন্দ্রলাল মিত্র, শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দত্ত, শ্রীমুণীন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীপ্রিয়নাথ সেন, শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ

ঠাকুর,শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, শ্রীবিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ, শ্রীশচীশ-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ডাক্তার গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, শ্রীমতী মানকুমারী দাসী,শ্রীমতী সরলাবালা দাসী,শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী,শ্রীমতী কাদম্বিনী দাসী, শ্রীমতী সুরেশ্বরী দেবী, শ্রীমতী কৃষ্ণসোহাগিনী দাসী ও শ্রীমতী রত্নমালা দেবী প্রভৃতি বঙ্গভাষার সুপ্রসিদ্ধ লেখক ও লেখিকাগণের লিখিত প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন শ্রীইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীদামোদর মুখোপাধ্যায়, শ্রীচন্দ্রনাথ বসু, শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীসরোজকুমার ঘোষ, শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ, শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর, শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ, প্রভৃতি স্বনামধন্য লেখকগণও ইহাতে লিখিতে প্রতিশ্রুত আছেন। ক্রমশঃ ইহাঁদের লিখিত প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইবে।

জাহ্নবীর আকার সাধারণতঃ ডিমাই ৮ পেজা ৪।৫ ফর্ম্মা। কিন্তু ভাল প্রবন্ধাদি পাইলে আরও অধিক দিতে কার্পণ্য করা হইবে না। অত্যুৎকৃষ্ট স্বদেশী কাগজে উৎকৃষ্টরূপে মুদ্রিত। অথচ বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত উপস্থিত একটী টাকা মাত্র।

এই কারণে, বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সর্ব্বত্র, এমন কি পাঞ্জাব, বর্ম্মা ও সুদূর নেপাল প্রভৃতি স্থলেও জাহ্নবীর গ্রাহকের অভাব নাই। বিজ্ঞাপনদাতারা এ সুযোগ যেন হেলায় না হারান।

Amritabazar Patrika—We are glad to find the getup, the paper, and the printing of this magazine are excellent and at the same time

it is a cheap vernacular. We are assured that this magazine is likely to take its place among the first-class magazines of Bengal.

Telegraph—We may safely say that this cheap magazine may well stand comparison with many of the first rate magazines of Bengal.

বঙ্গবাসী ঃ—ছাপা সুন্দর, মূল্যও সুলভ, বিষয়গুলি সুপাঠ্য। এমন অল্প মূল্যের সুপাঠ্য মাসিকপত্র আর নাই।

বসুমতী ঃ—একটাকা মূল্যে এরূপ সুন্দর ও বৃহৎ মাসিক পত্রিকা প্রদান করা সম্পাদকের পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে।

আনন্দবাজার ঃ—জাহ্নবীর দেহসৌন্দর্য্য সর্ব্বজন-চিত্তা-কর্যক, কাগজ উত্তম, মুদ্রাঙ্কণ পরিপাটী। প্রবন্ধগুলি সুনির্ব্বাচিত, সুখপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ। ইহা সম্পাদকের প্রবন্ধ-নির্ব্বাচনী শক্তির যথেষ্ট পরিচায়ক। এইরূপ পত্রিকা পরিচালনে যেরূপ অর্থব্যয় হইয়া থাকে, তাহার তুলনায় জাহ্নবীর মূল্য অতি অল্প - বার্ষিক, ডাকমাশুলসহ ১৲ টাকা মাত্র।

সাহিত্য ঃ—আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি, "জাহ্নবীর" প্রবাহ চির-প্রবাহিত হউক।

ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি মাননীয় স্যার গুরুদাস বাবু বলেন ঃ—জাহ্নবী পত্রিকার কয়েকখণ্ডে অনেকগুলি সুন্দর ও শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধ আছে। বলা বাহুল্য, অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে,

শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীলাল সরকার মহাশয়ের লেখা অবশ্যই সর্ব্বত্র সমাদৃত হইবে।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন ঃ—জাহ্নবীর লেখা বেশ হইতেছে। প্রবন্ধগুলি বেশ সুপাঠ্য। শ্রীযুক্ত কিশোরিলাল সরকার মহাশয়ের ন্যায় সুযোগ্য লেখক যে বাঙ্গালা সাহিত্যের আসরে নামিয়াছেন, ইহা বঙ্গসাহিত্যের পরম লাভ। এখনকার দিনে অর্থশাস্ত্রের (Political Economy) তত্ত্ব সকল সাধারণ পাঠকদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। কিশোরী বাবু আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার সহিত মিল করিয়া অর্থশাস্ত্রের কতকগুলি তত্ত্ব বেশ সহজ ভাষায় ও বিষদভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। * * * সর্ব্বান্তঃকরণে আপনার জাহ্নবীর উন্নতি কামনা করি

বিশ্বকোষ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন ঃ—আপনার জাহ্নবী আমাদের বড় আদরের। যেরূপ যোগ্যতার সহিত আপনার জাহ্নবী সম্পাদিত হইতেছে, তাহা প্রশংসনীয়। আপনার অধ্যবসায়ের, জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। প্রতি মাসেই আপনার পত্রিকায় সুনির্ব্বাচিত প্রবন্ধ-গুলি পাঠ করিয়া বড়ই আনন্দ অনুভব করি।

সুপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন ঃ—* * * পড়িয়া দেখিলাম জাহ্নবী খাশা কাগজ।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দত্ত, কার্য্যাধ্যক্ষ, জাহ্নবী,
৯/১ জোড়াপুকুর স্কোয়ার ; কলিকাতা।